

জয়শ্রী

BANGLADARSHAN.COM
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥জয়শ্রী॥

রাজা নয়, দ্বিতীয় যমরাজ। যমের দ্বার দেখাইতে লোকে তখন দক্ষিণ দেখাইত না, দেখাইত উত্তর—যেদিকে রাজমিহিরের রাজপাট কাশ্মীর।

সে বৎসর ফাল্গুনের দোল-পূর্ণিমায় এই নরপাল নয়—নরক-পাল বিলাসভবনে পিচকারির পরিবর্তে ছুরির ব্যবস্থা করিয়া হতাহত শত শত অন্তঃপুরচারিকার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ লইয়া বেতালের মতো বিকট তাণ্ডব লীলায় মগ্ন আছেন। নর-শোণিতের রক্তমা কুঙ্কুমের রক্তবর্ণকে ধিক্কার দিয়া রাজার উষ্ণীষে উত্তরীয়ে, রাজপ্রাসাদের গৃহে গৃহে ধবলমণি ভিত্তিতে, শ্যামল পুষ্পকাননে, নির্মল কেলি সরোবরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খণ্ডবিখণ্ড অভ্রমালার রক্ত আভা। দূরে দিগন্তে রক্ত ধূলিজাল!

যখন এই মরণোৎসবের মাঝখানে বুদ্ধোপাসিকা রাজরানী জয়শ্রীর ডাক পড়িল তখন বীণাবাদিনীর জীবনশোণিত সিঞ্চিত বীণার বন্ধার মন্দ হইয়া আসিয়াছে, মনগোন্মুখ, নর্তকীর নূপুর নিক্ৰণ স্থলিত হইতেছে আর কুঞ্জবাটিকায় থাকিয়া থাকিয়া রক্তচক্ষু পিকবধূর উছ উছ আজিকার মরণ রাগিনীতে মূর্ছনা দিতেছে।

সিংহলবাসিনী জয়শ্রী তন্তুবায় কন্যা। রূপসী যে ছিলেন তাহা নয়; খেলাচ্ছলে রাজা তাঁহাকে কোনো সময়ে রাজ-অন্তঃপুরে বরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং খেলা শেষে রাজপুরের একপ্রান্তে তাঁহাকে বিসর্জন দিয়াছিলেন।

প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের জনপূর্ণ নিঃসঙ্গতার মাঝে বিরাট মন্দিরের এককোণে সামান্য চৈত্যটির মতো জয়শ্রী নয়নান্তরালে গোপনে নিজের পবিত্র জীবনের সফলতাটুকু লইয়া বিনা আড়ম্বরে দিন কাটাইতেছিলেন; হঠাৎ আজ ডাক পড়িয়াছে শুনিয়া প্রথম তিনি কেমন করিয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন, পরে কধুকের মুখে যখন শুনিলেন রাজা আজ মৃত্যুরূপে রাজমহলে ক্রীড়া করিতেছেন তখন জয়শ্রী হাসিমুখে কধুকের বিদায় দিয়া বেশ-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রাত্রির অন্ধকার সন্ধ্যার সমস্ত রক্তরাজ মুছিয়া দিগ্দিগন্তে একটা কালিমার প্রলেপ দিয়াছে। শত সহস্র প্রদীপের রশ্মিতে বোধ হইতেছে যেন সমস্ত রাজপ্রাসাদটায় কে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। রাজা রাজমিহির নববস্ত্রে, নবরত্ন অলংকারে দীপ্যমান দ্বিতীয় সূর্যের মতো প্রমোদভবনে বিরাজ করিতেছেন। কোথাও আর সারা দিবসের বীভৎস লীলার চিহ্নমাত্র নাই—সুমার্জিত গৃহভিত্তিতে বারিসিঞ্চিত পুষ্পকাননে কোথাও কোনোখানে নয়। দোদর্ভ প্রতাপ রাজার আজ্ঞায় অঙ্গন-প্রাঙ্গণ শোণিতকর্দমে পিচ্ছিল হইয়া গেল, আবার তাঁহারই আজ্ঞায় এক নিমেষে প্রাসাদ হইতে যৎসামান্য রক্তের রেখাটুকু পর্যন্ত দূরীভূত হইল।

এই সদ্য প্রক্ষালিত রাজ-গৃহাঙ্গণে পদার্পণ করিতেই জয়শ্রী মৃত্যুর একটা সুতীর শীতলতা নিজের সমস্ত দেহে অনুভব করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন পরে লুতাতন্ত্রর উপরে নিহিত শিশিরকণার মতো নিজের অতি সূক্ষ্ম বক্ষোবাসে চিত্রিত শুভ্র দুইখানি বুদ্ধচরণে দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে রাজসদনে প্রবেশ করিলেন।

এই বুদ্ধচরণাঙ্কিত শুভ্র বক্ষোবাস জয়শ্রীর বিবাহের যৌতুকস্বরূপ পিতৃগৃহ সিংহল হইতে আসিয়াছিল। হিন্দুরাজকুলসূর্য মিহিরের মহিষী বক্ষে বুদ্ধের চরণাঙ্গ ধারণ করিবেন এটা রাজার অসহ্য ছিল; সুতরাং ওই বস্ত্রখণ্ড পরিধান সম্বন্ধে জয়শ্রীর উপর তিনি কঠোর নিষেধ প্রচার করিয়াছিলেন। আজ সহসা উৎপলবর্ণা পাণ্ডুবসনা জয়শ্রী যখন রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন রানীর নিরাভরণ বক্ষে একমাত্র আভরণ সেই পদাঙ্ক দুইখানির উপরেই রাজার প্রথম দৃষ্টি পড়িল।

ক্রুরকর্মা রাজা মিহির আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পরিহাসের স্বরে জয়শ্রীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—মহারানী উপযুক্ত উৎসবের বেশই ধারণ করিয়াছ। শ্বেতবসনে কুঙ্কুমরাগ মানাইবে ভালো।

পূর্ব দিগন্তসীমায় নবোদয়ের কনকলেখা দেখা দিয়াছে; ভারতখণ্ড জুড়িয়া অস্তোন্মুখ জ্যোৎস্নার ম্লান পাণ্ডুতা একখানি শোণিতহীন মুখচ্ছবির মতো বিবর্ণ, বিষণ্ণ।

শ্মশান হইতে দুই রাজপরিচারিকা মৃৎপাত্রে মহারানী জয়শ্রীর শেষ অস্ত্রি এবং রক্তাক্ত পদাঙ্কবাস বহন করিয়া সিংহলের অভিমুখে প্রস্থান করিল।
বোধিধর্মের সঙ্গে জয়শ্রীর রক্ত-পতাকা পূর্বসমুদ্র পারে নির্বাসিত হইয়া গেল। তাহার স্থানে রহিল নামাবলী, তিলকমালা ইত্যাদি এবং রাজসিংহাসনে সর্বসম্মতিক্রমে হিন্দু মিহির!!

॥সমাপ্ত॥